বম্বে টকিজের
নিবেদন
অশোক কুমার · সুমিত্রা দেবী
রুমা দেবী ও কানু রায়
অমর
পরিচালনা নীতিন বসু

সমর

ভাগ্যের ইশারাতেই মানুষের জীবনে উত্থান-পতনের সূচনা, আর অন্তরে-বাইরে হারজিতের অন্তহীন খেলা। ওকালতি পরীক্ষা দিয়ে সমরনাথ তার গ্রামে ফিরে এল। এই গ্রামই তার জন্মভূমি। এখানকার আকাশে-বাতাসে ফুলে-ফলে, লতার পাতায় জড়ানো আছে কত মধুময় স্মৃতির আকর্ষণ। কিন্তু তার কাছে এর চেয়ে বড় আকর্ষণ তরঙ্গিনী—যে অবিরাম সমরনাথের বুকে তোলে সুখের ঢেউ জাগায় রঙীন স্বপ্ন। গ্রামে ফিরে আসার পর সমরনাথ আশাতীত সাড়া পেল তরঙ্গিনীর কাছ থেকে। সে ভাবে অতীতের সুখস্বপ্ন বুঝি সফলতার রঙে এবার সত্যিই রঙীন হয়ে উঠবে—তার জীবন-সঙ্গিনী হতে তরঙ্গিনীর কোন বাধাই থাকবে না আর, কেননা সে পরীক্ষা ভালই দিয়েছে, সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু.........? মানুষ ভাবে এক, আর অলক্ষ্যে বিধাতা ভাবেন আরেক।

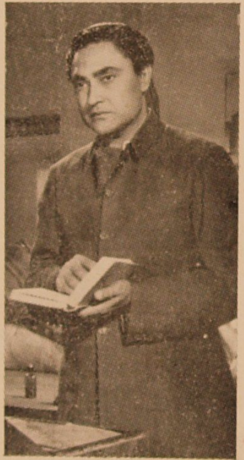

তরঙ্গিনীর পিতা নবকুমার ছিলেন সে যুগের মানুষ—তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র অর্থ ও মর্য্যাদাই মানুষের জীবনে সুখের উৎস। তাই কন্যার বিবাহ স্থির করলেন জমিদার রামরতনের সংগে। রামরতন প্রৌঢ় —বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র যতীনের পিতা, কিন্তু ধনী। সমরনাথ যখন পরীক্ষার চরম সাফল্যের সংবাদে অতি আনন্দে ভবিষ্যতের দিনগুলিকে মনে মনে নানা রঙের তুলি দিয়ে রঙিয়ে তুলছে, তখনই অভাবিত ভাবে এল এই নিদারুণ সংবাদ—তার তরঙ্গকে অর্থের বিনিময়ে নিয়ে যাবে ধনী রামরতন। সমরনাথ নবকুমারের কাছে গিয়ে স্বীয় যোগ্যতা জানিয়ে তরঙ্গকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে দাবী করলো, কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে আসতে হোল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে সে এমন একটা কাজ করে ফেললো, যা কোন মানুষ কখনও সুস্থ মস্তিষ্কে করে না। সমরনাথ উত্তেজনার বশে সে রাত্রে শেষ বারের মত জানতে গিয়েছিল তরঙ্গ তাকে সত্যিই চায় কিনা সে ধরা পড়ে গেল এবং তার সরল সদিচ্ছার বিকৃত অর্থ করা হোল ভুলক্রমে। কঠিন শাস্তি পেল সমরনাথ নিশীথ রাত্রে এক কুমারীর ঘরে প্রবেশ করার অপরাধে। তরঙ্গর বিবাহ হয়ে গেল রামরতনের সংগে। আর ভগ্ন হৃদয়ে সমরনাথ তরঙ্গকে ভুল বুঝলো। তার ধিক্কৃত জীবনকে ভোলবার জন্য নিজেকে কাজের চাপে ডুবিয়ে দিল।

তরঙ্গ তার ভাগ্যকে মেনে নিল, আর অতীতকে প্রাণপণে ভুলে যাবার চেষ্টা করলো। রামরতনের সংসারের নানা কাজে নিজেকে লিপ্ত করে রাখলো। তার সেবায় এবং কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় খুসী হোল সবাই। এ-সংসারের সাথে জড়িত অন্ধ সরলাও তার সেবা ও ভালবাসা হতে বঞ্চিত হোল না। সরলার দরিদ্র পিতা মধুসূদন এ-বাড়ীতে ফুল জোগাত প্রতিদিন। দারিদ্র্যের ব্যথা তরঙ্গ এখন মর্মে মর্মে বুঝেছিল, তাই সরলাকে সুখী করার ইচ্ছা তার মনে স্থান পেয়েছিল। সে নিজের অর্থে এ-জমিদারীর নায়েবের পুত্রের সাথে সরলার বিবাহ দেবে স্থির করেছিল। যদিও এ-বিবাহে সরলার মৌন সম্মতি ছিল, কিন্তু তার মন চেয়েছিল রামরতনের পুত্র যতীনকে, যাকে সে নীরবে ভাল বেসেছিল—নিঃশব্দে চেয়েছিল। তাই বিবাহের পূর্ব্বে কোন স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনায়, সে স্থির করলো বাড়ী থেকে চলে যাবে

সন্তানহীনা মাতারও দিন কাটে—সমরনাথেরও দিন কাটে। তার মনে শান্তি নেই, যদিও ওকালতিতে পশার হয়েছে। প্রতিকার-হীন পরাভবই তার জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছে।

এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে তার মনে জাগলো এত বড় অবিচারের প্রতিকার চাই এবং তা সম্ভব যদি প্রতিশোধ নিতে পারা যায়। দৈবাৎ সুযোগও ঘটলো। সমরনাথ খবর পেল, তরঙ্গর স্বামী রামরতন বর্ত্তমানে যে সম্পত্তি ভোগ করছে, তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী দরিদ্র ফুলওয়ালা মধুসূদনের পালিতা কন্যা সরলা। সমরনাথের মনে এক নিদারুন প্রতিহিংসা স্পৃহা জাগলো সরলার সন্ধান বার করে তাকে সম্পত্তি পাইয়ে দিতে পারলে তরঙ্গ পথের ভিখারী হবে। সে কী সন্ধান পেল সরলার······? জীবন নিয়ে হারজিতের এই যে মারাত্মক খেলা সে খেল্‌লো, তাতে কি সে জয়ী হলো ?—শেষ পর্য্যন্ত তরঙ্গ কী পথের ভিখারীই হোল ·······? আর অন্ধ দরিদ্র সরলা যে ভালবাসার জন্য পালালো, দরিদ্র বলে কী তার যতীনকে পাবার অধিকার নেই···? জীবনের হারজিতের খেলায় সেও হার্‌লো ? তবে কে জিত্‌লো এই জীবন সমরে ?

[১] —সমরনাথের গান—

রঙ্গিণ হাওয়ার লাগলো ছোঁয়া
(বিবাগী) বিবাগী তোর ম'নে
লাখো কোকিল উঠলো ডেকে
উদাস করা বনে।
লাগলো দোলা শাখায় শাখায়
ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে যায়
ফল ধরাবার খবর রটে
দখিণ সমীরণে।

কোন আশার ভাষা
শুনতে পেলি আকাশ পারাবারে
ঘর বাঁধনের লাগলো কি সুর
বীণার তারে তারে।
তুই আপন রঙ্গে রাঙ্গালি মন
পরকে যে তুই ভাবিস আপন
(ও তোর) নিখিল যে চায় পড়তে বাঁধা
আঁধার ঘরের কোণে।

কথা—সজনীকান্ত দাস।

[২] —তরঙ্গময়ীর গান—

তড়িত তরঙ্গময়ী কাঁপিস বুঝি সুখে,
কোম চপল হাওয়ার লাগল ছোঁয়া
নিথর ও তোর বুকে।
ঢেউ খেলে যায় দুকুল বেয়ে
চিকণ রোদের পরশ পেয়ে
লজ্জা যে তোর হাসি হয়ে চমকে ওঠে মুখে।

দূর সাগরের ডাক এলোকি (এলোকি)
বুকের গহন তলে
সোহাগ তারি উথলে ওঠে নিঝর ঝরা জলে
গোপন খুসীর নীরব খেলায়
রঙ্গীণ ঢেউয়ে কুল ভেঙ্গে যায়
তরঙ্গ হয় রঙ্গময়ী, আপন হারা সুখে

কথা—সজনীকান্ত দাস

[৩] —সরলার গান—

গুণ গুণ সুরে গুঞ্জরে মধুকর
তাই রজনী গন্ধা জাগে,
মোর মরমের সৌরভে ছিল এত গৌরব
বুঝিনাই কভু আমি আগে,
ফুলতনু সাজায়ে
বাঁশি ঐ বাজায়ে
(সে ত') দিল মন লাজায়ে গো,
সে যে ঘুম মোর ভাঙ্গালো
তনু মন রাঙ্গালো
রক্তিম রাগে রে।
মধুমাস এলো কি, দিল দোল দিল গো
বুঝিনি আঁধারে যে এত আলো ছিল গো.
(দিল দোল দিল গো)
মালা ফুল ঝরালো
সুরভি সে ছড়ালো
(মন) একী লাজে জড়ালে গো
হায়, তবু মোর মরমে
পুলকের সরমে
একী দোল লাগেরে ॥

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

[৪] —তরঙ্গময়ীর গান

তোমার দেওয়া শিকল ছিল চরম শঙ্কার
আজকে যে গো তা'রাই আমার পরম অলঙ্কার।
কাঁটায় ভরা লতার বুকে একী ফুলের মেলা,
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চিকণ রোদের খেলা
তারি সাথে শিকলে মোর উঠিছে ঝঙ্কার ॥
সকল চাওয়া সকল পাওয়ার করলে অবসান
বন্দিনীর আজ কণ্ঠে বাজে বন্দনারই গান।
বক্ষ আমার অন্ধকারা আজকে আলোয় ভরা
ফিরিয়ে পেলাম হারিয়ে যাওয়া আমার বসুন্ধরা
শিকল পরি মুক্তি পেলাম ভাঙ্গল অহংকার।
আজকে যে গো তারাই আমার পরম অলঙ্কার ॥

কথা—ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[৫] —সরলার গান—

একী অভিশাপে মালা শুকালো
কেন আঁধারে লুকালো
খেলা ভাঙ্গার খেলায়।
মোর প্রেম নীরবে কাঁদালো হায়
সে যে বলুচরে বাসা বাঁধলো হায়
আলো ভেবে কেন
আলেয়ারে মন
তবুও সাধলো হায়, (হায় গো)
অলস ফাগুন বেলায়, (হায় গো)
খেলা ভাঙ্গার খেলায়
মোর সুন্দর স্বপ্ন, সেত' হ'ল ভুল
যারে মনে হয় কাঁটা সেই দেয় ফুল
হৃদয় হল যেন
ভেঙ্গে যাওয়া ঐ
তটিনীর কূল, (হায়, হায় গো)
ব্যথা ভরা অবহেলায় (হায় গো
খেলা ভাঙ্গার খেলায়
মোর তৃষিত হৃদয় যারে জানলো গো (হায়)
সে যে হাসির আড়ালে ব্যথা আনলো গো (হায়)
একী পরাজয়
হাসি মুসে প্রেম
জয় তবু মানলো (হায়, হায় গো)
ঝরাণো ফুলের মেলায়
খেলা ভাঙ্গার খেলায়।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

[৬] —বেদে বেদিনীর গান—

সুন্দরি লো সুন্দরি
দল বেঁধে আয় গান ধরি
আজ বাদে কাল যদি মরি
আর না দাগা দিস
তুই—আগেই মরেছিস !
ম'রেছি—ম'রেছি ও তোর
দু'চোখ ভরা বিষ
প্রাণে সয়না গো ॥
ঝিনিক ঝিনিক কাঁকন বাজে
মল্ বাজে ঝম্ ঝম্ ;
তোর—গা করে ছম্ ছম্ !
ঘুম ভেঙ্গে যায় নিশিরাতে
ডাক দিয়ে যায় কে ?
বুঝি—মন নিয়ে যায় সে।
মন—আনাচে কানাচে শুনে
মন ভুলানো শিস
ঘরে রয় না গো ॥
তাং তারে তাং মাদল বাজে
ঢোল বাজে কুড়-কুড়
তোর—বুক করে দুর-দুর !
ভয়ে - মরি—না লাজে মরি
পাই না ভেবে হার
মরি—প্রেম করা কী দায়।
যে—প্রেম করেছে সেই মরেছে—প্রেমেরই নাম যম
ও—নাম লয়না গো ॥

কথা—মোহিনী চৌধুরী

THE BOMBAY TALKIES LTD.

(Founded by HIMANSU RAI)

Present

ASHOK KUMAR ★ SUMITRA DEVI

KANU ROY & ROOMA

with

★ MONI CHATTERJEE ★ BRATINDRA NATH TAGORE ★ BIJOYA DAS ★ RASIKLAL ★ GOURI DEVI ★ SANTIJIVAN GHOSH ★ LATIKA ★ NIHARIKA DEVI ★ SATI DEVI ★ KALI MUKHOPADHAYA ★ ARUN KUMAR ★ SAMAR CHATTERJEE ★ MONI ROY CHOUDHURY

IN

SAMAR সমর

ADDOPTED FROM

BANKIM CHATTERJEE'S FAMOUS NOVEL "RAJANI"

DIALOGUES & SCENARIO

SAJANI KANTA DAS

MUSIC

KUMAR SACHINDEV BURMAN

DIRECTION :

NITIN BOSE

PRODUCED BY

ASHOK KUMAR & SAVAK VACHA

PRODUCED & PROCESSED AT

THE BOMBAY TALKIES STUDIOS, MALAD.

Photography :- RADHIKA KARMAKAR

Assistants : - Tara Dutta, Apurva Bhattacharya, Aloke Dasgupta

Audiography - MUKUL BOSE

Assistants : - Max D'Costa, V. N. Jannarkar

Editing : - BIMAL ROY

Assistants : - R. M. Tipnis, A. Bhattacharya

Art Director :- B N. TAGORE

Assistants : - Moni Roy Choudhury, Marshal, V. Narvaria

Processings :- G. B. BAVKAR

Assistant : - Rodrigue

Production : - M. R. VAKIL

Assistant : - Morrais

Dances : - NARENDRA SHARMA

Music Associate : - MANA DEY

Assistant : - Arun Kumar

Make up . - N. M. Kanade, Wahid Ali, Kashi Nath

Direction Assistants : - Sailen Basu, Jawad Hussain, Nripen Bose, Santi Ghosh

Songs : - Sajani Karta Das, Gouri P. Mazundar, Mohini Choudhury, Brotin Tagore

SOLE DISTRIBUTORS FOR THE WHOLE WORLD "KAPURCHAND LTD." 39, BENTINCK STREET, CALCUTTA.